তারিখ 12 OCT 2017

দৈনিক আমাদের সময়

শিশুদের ব্যাগে থাকবে শুধু অনুমোদিত বই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অন্যান্য বই যুক্ত হয়ে বেড়ে যায় ক্লাসের বইয়ের সংখ্যা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য যেসব বই অনুমোদন করেছে বোর্ড, তা পরিবহনে কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু নিয়মের কোনো তোয়াক্কা না করে শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা। এ অতিরিক্ত ওজন বহন করা শিশুদের জন্য কষ্টই শুধু নয়, শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাও দেখা দেয়। জানা যায়, শিক্ষার্থীদের ব্যাগে সরকার অনুমোদিত বই ও উপকরণ ছাড়া অন্য কিছু না দিতে সবাইকে সতর্ক করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যাগে অনুমোদিত ছাড়া অন্য কিছু বিদ্যালয়ে আনতে নিরুৎসাহিত করতে মাঠ প্রশাসন ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০১৪ সালেও সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একটি পরিপত্র জারি করা হয়; যেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, শিশুরা যে ব্যাগ বহন করবে তার ওজন শিক্ষার্থীর ওজনের এক-দশমাংশের বেশি নয়। অনুমোদিত বই, উপকরণ ব্যতীত অন্য কিছু ব্যাগে করে স্কুলে যেতে নিরুৎসাহ করার কথাও ওই পরিপত্রে বলা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলো কি সেই নির্দেশনা মানছে? এ ভয়ঙ্কর প্রবণতা শিশুদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিচ্ছে। যে বয়সে খেলার ভেতর দিয়ে শিক্ষার আনন্দদায়ক পাঠ নেওয়ার কথা, সে বয়সে একটি শিশুকে টানতে হয় বই-খাতার বোঝা। চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, এতে তারা দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ক্ষতির শিকার হয়। লেখাপড়ার চাপ শৈশবের প্রারম্ভেই তার মনোজগতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তাতে তার ভবিষ্যতের শিক্ষাও বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে না এলে আগামী প্রজন্ম একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সতর্কবাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের আনন্দদায়ক পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে না এলে আগামী প্রজন্ম একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সতর্কবাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের আনন্দদায়ক পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
স্বাক্ষর